Vol. 2 | No. 1 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব

Volume	2
Issue	1
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Muhammad Shahidullah
Published online	June 15, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i1.4
Pages	93-96
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব

Check for updates

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন বখ্‌তিয়ার খলজির বাঙ্গালা দেশ জয়ের (১২০১ খ্রীঃ অঃ) পর হইতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা ভাষার উপর পারসী ভাষার প্রভাব পড়িতে থাকে। মধ্যযুগের আদিম কবি বড়ু চণ্ডীদাসের (১৩শ, ১৪শ শতক) 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে' আমরা কয়েকটি আরবী-পারসী শব্দ দেখিতে পাই। এখানে বলা কর্তব্য যে আরবী শব্দগুলি পারসীর মাধ্যমে পারসী উচ্চারণে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করে। বস্তুতঃ পাক-ভারতের মুসলিম সংস্কৃতি প্রধানতঃ হিন্দ্-পারসী (Indo-Persian) সংস্কৃতি। ঐতিহ্য অনুসারে বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালার সুলতান সেকান্দর শাহের (রাজত্ব ১৩৫৭-৯৩ খ্রীঃ অঃ) সভাকবি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রচনায় এইরূপ মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ আশ্চর্যজনক নহে। আমরা এখানে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' হইতে ঐ শব্দগুলির প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছে ঃ

আফের (পর্যাপ্ত, আরবী ওয়াফির)—'আছুক লাভ মোর মূলত আফার' (১৩২ পৃঃ) ; কামান(ধনুক, পারসী)—'কামাণ সদৃশ্য শোভে ভ্রূহিযুগল' (৩ পৃঃ) ; খরমূজা (পারসী খরবুজাহ) —'খরমূজা কাঙ্কড়ী' (৯৬ পৃঃ) ; বাকী (আরবী) —'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী' (২০ পৃঃ) ; মজুরি (আরবী) —'মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী' (৮০ পৃঃ) ; মজুরিআ (আরবী মজুর + ইআ) —'থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ' (৭৭ পৃঃ) ; লেম্বু (আরবী লীমূন, পারসী উচ্চারণ লেমূ) —'আম্ব লেম্বু ডালিম্ব' (৯৫ পৃঃ) ; সফেরু (আরবী সফর, বিদেশ যাত্রা ; পেয়ারা অর্থে) 'চেরু বিরুঅ সফেরু' (৯৫ পৃঃ)।

বিদেশ হইতে আমদানী বস্তু বা সভ্যতার উপকরণের জন্য তাহাদের বিদেশী নামের আমদানি খুবই স্বাভাবিক। এইরূপে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি আরবী-পারসী শব্দ পাইয়াছি। দৃষ্টান্ত যথা, — গোলাপ, আঙ্গুর, বেদানা, খোর্মা, খোবানি, কিশমিশ, মনক্কা, খরমুজ, জাফ্রান, শরবত, পেস্তা, বাদাম, চিনি, মিছরি, নবাত, হালুয়া, কোপ্তা, কোর্মা, পোলাও, কাবাব, শিরনি, জর্দা, পর্দা, জামা, মোজা, দস্তানা, চোগা, চাপকান, ঢোল (পারসী দহল), শানাই (পারসী শাহ্ নায়) নহবৎ, নাকারা (আরবী নক্কারহ্) দোয়াত, কলম, কাগজ ইত্যাদি।

রাজশক্তির কারণে আইন-আদালত, রাজস্ব এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকাংশ শব্দ আরবী-পারসীজাত। দৃষ্টান্ত যথা,—আইন, আদালত, হাকিম, রায়, ফয়সালা, মুন্সিফ, উকিল, মোক্তার, হাজত, মেয়াদ, দেওয়ানী, ফৌজদারী, পেশকার, একরার, জরিমানা, জেরা, জবানবন্দী, আসামী, ফরিয়াদী, মোকদ্দমা, তীর, তোপ, জিন, রেকাব, সিপাই, পেয়াদা, সওয়ার, বরকন্দাজ, তসিলদার, খাজাঞ্চী, জমাদার, খাজনা, লাখেরাজ, জমি, জমাবন্দি, জমা, খরচ, উসুল, তেজারত, একুনে, কর্জ, সুদ, সুদখোর, তামাদি, বাকি, সন, তারিখ, সাল, ওজন, মণ, সের ইত্যাদি। রাজশক্তির কারণেই শকাব্দ স্থলে সন প্রচলিত হয়। রাজশক্তির কারণে কতক উপাধি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি ব্রাহ্মণ তাঁহার জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া এই সকল বাদশাহী উপাধি গৌরবজনক মনে করিয়া আজও বহন করিতেছেন। উপাধিগুলি এই—খান, মল্লিক, সরখেল, সরকার, মজুমদার, তালুকদার, হালদার (হাওলাদার), মহলানবিশ, খাসনবিশ, মীরবহর, মুন্শী, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, ইত্যাদি। ইহাদের প্রায় সকলগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালী আজও ব্যবহার করে।

পারসী রাজভাষা হওয়ার কারণে হিন্দু সমাজেও তাহার চর্চা ছিল। মুসলমান

ছাত্রের ন্যায় হিন্দু ছাত্রও "বিস্‌মিল্লাহ্‌" (আল্লাহের নামে) বলিয়া কেতাব পড়া শুরু করিত। এই জন্য "বিস্‌মিল্লায় গলত" প্রবাদটি প্রচলিত হয়। রাজভাষার শক্তি অসাধারণ। তাহার প্রভাবে অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ আরবী-পারসী শব্দ দ্বারা বেদখল হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা,—কমর (মাঝা), বগল (কাঁখতলি), বিদায় (মেলানি), জাহাজ (বুহিত), নালিশ (গোহারী), জামিন (রাখী), জমি (ভুঁই), সাদা (ধলা), লাল (রাতা, রাতুল), খরগোশ (শশারু), মোরগ (কুকড়া), বাজ পাখী (শয়চান), শিকার (আহের), গরম (তাতা), আয়না (আরশী), চালাক (সেয়ানা), লাগাম (বাগ), গরীব (রঙ্ক), দোকান (পশার), দরজা (দোর), জায়গা (ঠাঁই), মাল্লা (কাণ্ডার, কাণ্ডারী), পশম (রোঁয়া), ইত্যাদি।

রাজভাষার প্রভাবে বাহবা, শাবাশ<শাদবাশ, আপসোস (আফসোস), আলবত্তা, খুব প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জক শব্দ (Interjection) বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে।

ব্যাকরণে কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় পারসী হইতে আগত। ইহাও রাজ-ভাষার প্রভাবে। কতকগুলি প্রত্যয় এই:

দার—আড়তদার, থানাদার, ঠিকাদার ইত্যাদি।

খোর—গাঁজাখোর, তামাকখোর, মদখোর ইত্যাদি।

দান—পানদান, ফুলদান ইত্যাদি।

বাজ—ধড়িবাজ, ফাঁকিবাজ, ফন্দীবাজ ইত্যাদি।

ঈ—ইংরেজী, ফরাসী, বিলিতী, গাঁজাখুরী ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয় এই যে এই সকল প্রত্যয় বাংলা শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

কেবল ভাষা নয় মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যেও আমরা পারসী প্রভাব লক্ষ্য করি। সেকালের সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাহাতে মানবীয়তার আমদানি করেন মুসলিম কবিগণ পারস্য সাহিত্যের অনুবাদ বা অনুকরণ দ্বারা। এই প্রসঙ্গে শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, দৌলত উজীর বাহরাম খান এবং আলাওলের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাবের দিঙ্‌মাত্র দেখান হইল। এই সম্বন্ধে গবেষণার বিষয়বস্তু হইবে যে কোন সময়ে কোন্ কবি, বিশেষতঃ হিন্দু কবি, সর্বপ্রথম এইসকল আরবী পারসী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং একটি ব্যাপক শব্দতালিকায় এই সকল আরবী-পারসী শব্দ এবং তাহার মূল শব্দগুলি প্রদর্শন করা।